ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬৩৭
আগরতলা,২২ অক্টোবর,২০১৮

কৃষির উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে : মুখ্যমন্ত্রী

ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ। তাই কৃষির উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আমাদের দেশের বর্তমান সরকার এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। আজ গোমতি জেলার মির্জার তখিরাই পাড়া জে বি স্কুলে রাইস ডে ও ইনোভেটিভ রাইস ফার্মারস মিটের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করে রেডিও-র মাধ্যমে মন কি বাত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। দেশের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোনর লক্ষ্যেই তিনি একাজ শুরু করেছেন। এর আগে দেশের আর কোনও প্রধানমন্ত্রী সমাজের অন্তিম ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নেয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছিলেন। একে আদর্শ করেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমে গ্রামের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করছেন। আগে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ কৃষকদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতো না। তাই প্রধানমন্ত্রী সবক্ষেত্রেই ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালু করেছেন। এর ফলে কৃষকদের জন্য যেসব প্রকল্প চালু করা হয়েছে সেগুলি এখন সরাসরি কৃষকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ই-পিডিএস ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে এখন প্রকৃত ভোক্তাদের কাছেই রেশন সামগ্রী পৌঁছে যাচ্ছে। কৃষকরা যাতে সময় মতো সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি সামগ্রী পেতে পারেন তার ব্যবস্থাও করেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমান রাজ্য সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। প্রকৃত কৃষকরাই যাতে কৃষি সামগ্রী পেতে পারে সেই ব্যবস্থাও চালু করেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কোনও জাত বা দল নেই। তাই সমস্ত অংশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। কৃষকদের আর্থিকভাবে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কৃষি সামগ্রীর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে কৃষকরা কৃষিকাজে আরও উৎসাহিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রেশনের মাধ্যমে যে আড়াই লক্ষ মেট্রিকটন চাল দেওয়া হয় তা বহিঃরাজ্য থেকে আনতে হচ্ছে। এতে অনেক টাকা ব্যয় হচ্ছে। তাই রাজ্যের বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এফ সি আই-র মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকেই প্রতি কেজি ধান সাড়ে সতেরো টাকা করে ক্রয় করবে এবং রেশনের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তৎকালীন সময়ে শ্লোগান তুলেছিলেন 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ'। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর এই শ্লোগানকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ করছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। গরিবদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীজী জনধন অ্যাকাউন্ট চালু করেছেন, কৃষকদের কৃষিকাজের সুবিধার্থে সয়েল টেস্টিং-এর ব্যবস্থা করেছেন, ফসল বীমা যোজনা সহ একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকারও কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন তাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে। রাজ্য সরকার আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে কৃষকদেরও যথেষ্ট অবদান থাকবে। পাশাপাশি রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। তবেই রাজ্যের যুব শক্তিকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আমাদের রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কৃষকদের বিনামূল্যে সার, বীজ, ঔষধ প্রদানের পাশাপাশি ভর্তুকিতে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতিও কৃষকদের প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যের কৃষকদের আধিকারিকদের দরজায় যেতে হচ্ছে না, বরং কৃষি আধিকারিকরাই ছুটে আসছেন কৃষকদের কাছে। শুধু তাই নয় কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বন্ধু কেন্দ্রও খোলা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা সেন্টারের যুগ্ম অধিকর্তা বি কে কন্দপল বলেন, আই সি এ আর ১৯৭৫ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করছে। ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেমের উন্নয়ন করাই আমাদের মূল কাজ। ত্রিপুরায় ধান ও বিভিন্ন সব্জি চাষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। একে কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। ধান সহ ডাল, তৈল বীজ, উদ্যান, বনায়ন, প্রাণী সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গবেষণার কাজ করছে আই সি এ আর। মির্জার এই স্থানে ৩৬০০ প্রজাতি ধানের চাষ করা হয়েছে। গত ১০ বছর ধরেই এই কাজটি করে যাচ্ছে আই সি এ আর।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আই সি এ আর-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা ড. নরেন্দ্র প্রকাশ। অনুষ্ঠান মঞ্চে ধ্বজনগর পুলিশ লাইন পূজা কমিটির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তিন হাজার এক টাকা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। এদিকে, আজ অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী আই সি এ আর কর্তৃক বিভিন্ন প্রজাতির ধানের ক্ষেত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কৃষিমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন।

*****